রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২১, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিসংখ্যান অনুবিভাগ

শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ জুন ২০০৭

নং পবি/পম/শা-৫/১৯/৮৭-১০১—শুমারী আদেশ ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭০, ১৯৭২ এর মূল ইংরেজী আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হ'ল।

আবুল লায়েস খান
উপ-সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(মূল ইংরেজী আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ)

শুমারী আদেশ, ১৯৭২

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭০, ১৯৭২

যেহেতু বাংলাদেশ বা ইহার যে কোন অংশে, সময় সময়, শুমারী অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের জনগণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য ইহা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এক্ষণে, সেইহেতু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ অনুসরণে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নবর্ণিত আদেশ জারী করিলেন ঃ—

১। (১) এই আদেশ শুমারী আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আদেশে,—

(ক) "শুমারী কর্মকর্তা" অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ-৪ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি;

(খ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার; এবং

(গ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত।

৩। সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশে শুমারী অনুষ্ঠান ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। (১) সরকার—

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমগ্র বাংলাদেশে শুমারী অনুষ্ঠান তদারকীর জন্য একজন শুমারী কমিশনার; এবং

(খ) কোন নির্দিষ্ট এলাকায় শুমারী অনুষ্ঠানের কাজে সহযোগিতা বা তদারকীর জন্য শুমারী কর্মকর্তা;

নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) শুমারী কর্মকর্তা হিসাবে যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত ঘোষণা এইরূপ নিয়োগের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৫। (১) যদি ডেপুটি কমিশনার, অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ, লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে,—

(ক) বাংলাদেশের নৌ, সামরিক অথবা বিমান বাহিনীর অথবা যুদ্ধ জাহাজে কর্তব্যরত প্রত্যেক কমান্ডিং অফিসার;

(খ) পাইলট বা পোতাশ্রয় মাস্টার ব্যতীত জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা নিয়ন্ত্রক যে কোন ব্যক্তি;

(গ) পাগলা গারদ, হাসপাতাল, কর্মশালা, জেলখানা, সংশোধনাগার অথবা হাজতখানা বা কোন সরকারী দাতব্য, ধর্মীয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঘ) যে কোন সরাইখানা, হোটেল, বোর্ডিং হাউস, লজিং হাউস, বহিরাগমন কেন্দ্র অথবা ক্লাবের রক্ষক, মালিক, সচিব অথবা ব্যবস্থাপক;

(ঙ) রেলওয়ে বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্প স্থাপনা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তা; এবং

(ছ) শুমারী চলাকালীন লোকজন বসবাস করিতেছে এমন স্থাবর সম্পত্তি দখলকারী প্রত্যেক ব্যক্তি;

যে সকল ব্যক্তিবর্গ শুমারী চলাকালীন তাঁহার নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, বা তাঁহার সরাইখানা, হোটেল, বাসাবাড়ী, ডিপো বা ক্লাবে বসবাস করিতেছে বা তাঁহার অধীন কর্মে নিয়োজিত আছে বা উক্তরূপ স্থাবর সম্পত্তিতে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে উক্ত আদেশে যে সকল দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে শুমারী কর্মকর্তার সেই সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) শুমারী কর্মকর্তা সম্পর্কিত এই আদেশের বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, দফা (১) এর অধীন শুমারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) দফা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক যাহারা দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন অথবা অবহেলা করিবেন তাঁহারা দণ্ড বিধি (১৮৬০ এর ৪৫) এর ধারা ১৮৭ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬। ডেপুটি কমিশনার বা ধারা ৪ এর দফা (১) এর উপদফা (২)-এর অধীন কোন স্থানীয় এলাকার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন শুমারী কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা—

(ক) কোন জমির মালিক বা ভোগদখলকারী, কৃষক, টেনুউর এবং ভূমি রাজস্ব আদায়কারী বা তাঁহার প্রতিনিধি;

(খ) কোন ইউনিয়ন বা নগর পঞ্চায়েত এর সদস্যবৃন্দ, শহর কমিটি, জেলা বোর্ড বা পৌরসভা বা অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(গ) কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাময়িকভাবে বসবসকারী সম্মানিত শিক্ষিত ব্যক্তি; এবং

(ঘ) কোন কারখানা, ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে;

গণনাকারী হিসাবে কাজ করিতে বা শুমারী কর্মকর্তার অন্যকোন দায়িত্ব পালন করিতে বা শুমারী চলাকালীন উক্ত মালিক, ভোগদখলকারী, কৃষক, টেনিউর বা আদায়কারীর ভূমিতে বা উক্ত কারখানা, ফার্ম এবং প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় বা উক্ত সদস্য যে এলাকার প্রতিনিধি, বা ক্ষেত্রমত, যে এলাকার জন্য এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বা ক্ষেত্রমত, যে এলাকায় এইরূপ সদস্য, সরকারী কর্মচারী বা শিক্ষিত ব্যক্তি, কর্মকর্তা এবং স্টাফের সদস্য নিজেরা বসবাস করিতেছেন সেই এলাকায় বসবাসরত ব্যক্তিদের শুমারী গ্রহণের জন্য আদেশে নির্ধারিত সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানাইতে পারিবেন এবং এই ধারার অধীন নির্দেশিত ব্যক্তিবর্গ এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৭। (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার বিবেচনায় উপযুক্ত প্রশ্নমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং একজন শুমারী কর্মকর্তা তাঁহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বলিতে পারিবেন।

(২) দফা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে উক্ত প্রশ্নমালা বা অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বলিলে তিনি আইনগতভাবে তাঁহার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একজন মহিলা তাঁহার স্বামী বা মৃত স্বামী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যাহার নাম উচ্চারণ করিতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নিষেধ আছে তাঁহার নাম বলিতে তিনি বাধ্য হইবেন না।

৮। গৃহ, সংরক্ষিত স্থান, জলযান বা অন্য যে কোন স্থানে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের প্রচলিত রীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া শুমারী কর্মকর্তাকে শুমারীর উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে উক্ত স্থানে প্রবেশের অধিকার দিবেন এবং তাহাদেরকে শুমারীর প্রয়োজনে গৃহ, সংরক্ষিত স্থান, জলযান অথবা অন্য কোন স্থানে কোন বর্ণ, চিহ্ন বা সংখ্যা অংকন বা লাগাইবার অনুমতি দিবেন।

৯। (১) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধি সাপেক্ষে, একজন শুমারী কর্মকর্তা তাঁহার এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন বসতবাড়ীতে বা বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা কোন কর্মকর্তা বা ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট উক্ত বাড়ির বা ইহার নির্দিষ্ট অংশে বসবাসকারী

ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তা কর্তৃক শুমারী চলাকালীন উক্ত বাড়িতে বা ইহার অংশ বিশেষে অবস্থানকারী বা উক্ত ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তার অধীন কর্মরত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তফসিলে উল্লিখিত তথ্যাবলি পূরণের জন্য এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তফসিল প্রদান করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(২) দফা (১) এর অধীন কোন তফসিল প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট দখলদার, ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তা তাঁহার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উক্ত তফসিল যেভাবে পূরণের জন্য বলা হইয়াছে সেভাবে পূরণ করিয়া বা করাইয়া তাঁহার নিজের নাম স্বাক্ষর করিবেন এবং উহা শুমারী কর্মকর্তার নিকট বা শুমারী কর্মকর্তা যে ব্যক্তির নিকট প্রেরণের নির্দেশ দেন সেই ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

১০। একজন শুমারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁহার কর্তব্য পালনকালে প্রস্তুতকৃত কোন বই, রেজিস্টার বা দলিল কোন ব্যক্তির পরিদর্শন করিবার অধিকার থাকিবে না এবং ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন কৃত কোন কার্যের জন্য বা এই আদেশের কোন বিচ্যুতির জন্য, যাহা উক্ত আইনের অধীন অপরাধ, তাহা ব্যতীত এই সকল বই, রেজিস্টার বা দলিলের কোন অন্তর্ভুক্তি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই কিছু থাকুক না কেন, কোন পৌরসভা বা অন্য যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত পরামর্শক্রমে অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদেশের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা বা ইহার আওতাধীন এলাকার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষে শুমারী গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যয় সংকুলান করিবে।

১২। শুমারী কমিশনার অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে শুমারী তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করা হইলে, যদি শুমারী কমিশনার বা কর্তৃপক্ষ, এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির চাহিদা যুক্তিসংগত মনে করেন তাহা হইলে শুমারীর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত না হইলেও পরিসংখ্যান তথ্যের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত এবং সরবরাহ করিতে পারিবেন।

১৩। যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) শুমারী কর্মকর্তা হিসাবে বা শুমারী কাজে সহযোগিতার প্রয়োজনে আইনানুগভাবে নিয়োজিত হইয়া তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালনে অস্বীকার বা অবহেলা করে বা এই আদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিবলে তাঁহার উপর জারীকৃত কোন নির্দেশ মান্য করিতে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এইরূপ দায়িত্ব বা নির্দেশ পালনে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা

(খ) শুমারী কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অশোভন বা অসঙ্গত কোন প্রশ্ন করে বা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বিবরণী লিপিবদ্ধ করে বা সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত এমন কোন তথ্য প্রকাশ করে যাহা তিনি শুমারী বিবরণীর মাধ্যমে বা এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা

(গ) উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ভুল উত্তর দেয়, বা তাঁহার সর্বোচ্চ জ্ঞান বা বিশ্বাস মতে প্রশ্নমালার বা একজন শুমারী কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, যাহার উত্তর দিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য, অথবা

(ঘ) কোন বাড়ী, আঙ্গিনা, জলযান বা ভূমি দখলে রাখিয়া কোন শুমারী কর্মকর্তাকে উক্ত স্থানে যুক্তিসঙ্গত প্রবেশের অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করে, যদিও এই আদেশের অধীন তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে তিনি বাধ্য, অথবা

(ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতীত বা শুমারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুমারীর উদ্ধেশ্যে ব্যবহৃত কোন বর্ণ, কোন চিহ্ন বা অংকন বা লাগানো কোন কিছু সরাইয়া ফেলে, মুছিয়া ফেলে, পরিবর্তন বা বিনষ্ট করে,

তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ এক মাস সশ্রম কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২০০ টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১৪। সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই আদেশের অধীন কোন মামলা রুজু করা যাইবে না।

১৫। এই আদেশের কোন কিছুই অন্য কোন আইনের অধীন কৃত কোন কার্যের জন্য, যাহা উক্ত আইনের অধীন একটি অপরাধ বা এই আদেশের কোন বিচ্যুতির জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে অন্তরায় হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ১৪ এ উল্লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত এইরূপ অভিযোগ গঠন করা যাইবে না।

১৬। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নের কোন আদালত এই আদেশের অধীনে কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

১৭। সকল শুমারী কর্মকর্তা, এবং শুমারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারী বা শুমারী অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদানকারী সকল ব্যক্তি দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ বিধৃত অর্থে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮। এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। এতদ্দ্বারা শুমারী অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ১০ নং আইন) রহিত করা হইল।

ঢাকা;
২১ জুন, ১৯৭২।

আবু সাঈদ চৌধুরী
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আজিম উদ্দিন আহমদ
উপ-সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।